ফিশারিজ নিউজলেটার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

www.fri.gov.bd বর্ষ ২০২০-২১, সংখ্যা ৪, ১-৪; ২০২১

ISSN 1023-9448

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের পেশাদার কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী গত ০৯ নভেম্বর ২০২১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে যোগদান করেছেন। মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কর্মজীবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বে থেকে বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

ড. চৌধুরী ১৯৯১ সালের ২৬ জানুয়ারি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি কক্সবাজারে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গৌরবান্বিত কর্মজীবনের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে তিনি বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় ১৯৬৩ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ১৯৮৫ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি ২০১৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্ক বিষয়ে এমপিএ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই কন্যার গর্বিত জনক।

খ্যাতিমান কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের সভাপতি, বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার জনক, কৃষি গবেষণার পথিকৃত ও এ্যামিরেটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা গত ০৬ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) পরিদর্শন করেন। তাঁর আগমন

এরপর পৃষ্ঠা ০২

সুনীল অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০৪১ প্রেক্ষিত বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর ব্যবস্থাপনায় গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে 'উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা: সুনীল অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০৪১ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ এর শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ এ ভূষিত হয়েছেন। গত ২৮ জুন ২০২১ মন্ত্রণালয়ে এ পুরস্কার প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নে দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, ঐকান্তিক ইচ্ছা ও নিরলস প্রচেষ্টা নিজের মধ্যে

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

এরপর পৃষ্ঠা ০৩

সম্পাদকীয়

ফিশারিজ নিউজলেটার বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। নিউজলেটারের বর্তমান সংখ্যায় কর্মশালা, সেমিনার, শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন, সচিব মহোদয়ের যোগদান, বিলুপ্তপ্রায় মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন, সংবর্ধনা জ্ঞাপন, শেখ রাসেল দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন বিষয়ক সংবাদ, পরিদর্শন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফিশারিজ নিউজলেটার (বর্ষ ২০২০-২১, সংখ্যা ৪, ১-৪: ২০২১) প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। নিউজলেটারের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য মৎস্য সম্পর্কিত লেখা বা সংবাদ প্রেরণের আহবান জানাচ্ছি।

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

'বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ২০২১-২২' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক আয়োজিত 'বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ২০২১-২২' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী (২২-২৩ অক্টোবর ২০২১) কর্মশালা ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৩ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ অধিক মৎস্য উৎপাদনের মূল ভিত্তি। দেশের প্রচলিত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নেও বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সময় তিনি আরো উল্লেখ করেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় স্বাদুপানি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দেশীয় ও অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি মাছ থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর গবেষণা জোরদার করার আহবান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ মাছের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি, গবেষণার মাধ্যমে কম কাঁটাযুক্ত মাছ উৎপাদন ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নতুন নতুন গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বিএফআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. এম এ মজিদ ও ড. এম গোলাম হোসেন। এর আগে গত ২২ অক্টোবর ২০২১ প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মো. মাহফুজুল হক, ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। কর্মশালায় মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, 'মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের মাধ্যমে মাছের অধিক উৎপাদন দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত সমৃদ্ধ করছে এবং অদূর ভবিষ্যতে অধিক মাছ রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে আরো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মশালায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহসেনা বেগম তনু। কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক অর্জনের কথা উল্লেখ করে বলেন, গবেষণার মাধ্যমে বিএফআরআই ইতোমধ্যে ৭১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সুরক্ষায় ইনস্টিটিউটে মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; যা প্রকৃতিতে কোন মাছ হারিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধারে ব্যবহার করা হবে। বর্তমান সরকারের সহযোগিতায় ও এসডিজি অর্জনে মৎস্যসম্পদের নানাবিধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক গবেষণা প্রকল্প এ বছর হাতে নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কর্মশালায় সর্বমোট ৬৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়। বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তা ও মৎস্যচাষীসহ প্রায় ২০০ জন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

খ্যাতিমান কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন...

১ম পৃষ্ঠার পর

উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ড. বদরুদ্দোজার দীর্ঘ গৌরবময় পেশাগত জীবন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা উন্নয়নে তাঁর অবদানের নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বিএফআরআই এর প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ড. এম এ মজিদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসসহ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজাকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বিএফআরআই পরিদর্শনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মহাপরিচালক মহোদয় কিংবদন্তী কৃষিবিদ ড. কাজী এম. বদরুদ্দোজাকে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, ড. বদরুদ্দোজা বিএআরসি এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং দেশে-বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার শীর্ষ সংস্থা হিসেবে বিএআরসি পুনর্গঠনসহ জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (নার্স) প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ড. বদরুদ্দোজা ২০১২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর বর্তমান বয়স ৯৬।

বিএফআরআই এ শেখ রাসেল দিবস পালিত

জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ ও প্রাণপ্রিয় পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। 'শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী পালিত হয় শেখ রাসেল দিবস। এই উপলক্ষ্যে বিএফআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শহীদ শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত শেখ রাসেলসহ পরিবারের অন্যান্য শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। উল্লেখ্য, শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। শেখ রাসেল তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

বিএফআরআই নদী উপকেন্দ্রের নবনির্মিত অফিস-কাম-গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন

নদী উপকেন্দ্রের নবনির্মিত অফিস-কাম-গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রের নবনির্মিত অফিস-কাম-গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির জন্য শেখ হাসিনার সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সময় তিনি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৎস্য আহরণ বন্ধে নজরদারি বাড়ানোসহ ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন জেলেদের মাঝে ভিজিএফ সহায়তা প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। উদ্বোধনের পর মাননীয় মন্ত্রী উপকেন্দ্রের গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ও যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জনাব মো. আব্দুল মতিন, উপকেন্দ্র প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো. আমিরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. মহিদুল ইসলাম, প্রমুখ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব জনাব রওনক মাহমুদ এর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ এর অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষ্যে গত ২৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। বিদায়ী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, 'কর্মতৎপর ও দূরদর্শী কর্মকর্তা প্রশাসনের প্রাণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, করোনাকালীন জনসাধারণের আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কর্মতৎপরতায় সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য জনাব রওনক মাহমুদের নাম মন্ত্রণালয় সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।' বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যা নিষ্পত্তিতে জনাব রওনক মাহমুদের অবদান তাঁর সহকর্মীরা আজীবন মনে রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী সচিব জনাব রওনক মাহমুদ বলেন, এই ছোট্ট জীবনে আমার যতটুকু প্রাপ্তি তাতেই আমি আনন্দিত, আমি সার্থক। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতি ভালোবাসা আমৃত্যু। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আমি খুব স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছি, সকল কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। বিএফআরআই এর সামগ্রিক সফলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি আশা করি বিএফআরআই বহুমাত্রিক গবেষণার মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হবে, মৎস্য গবেষণার এ সোনালি সময় আরো বিস্তৃত হবে। বিএফআরআই এর প্রতি এ আস্থা আমার সবসময় ছিল, থাকবেও।' এ সময় অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ গবেষণা পরিচালনায় সচিব মহোদয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সঠিক নির্দেশনার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান শেষে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে ক্রেস্ট তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ এর শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন

১ম পৃষ্ঠার পর

কঠোরভাবে ধারণ করতে হবে। কোনো অজুহাতে কাজ আটকে রাখা পুরো মাত্রায় অনৈতিকতা। কীর্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের স্মরণীয় করে রাখতে হবে।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ মো. ইমদাদুল হক, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, সুবোল বোস মনি, মো. তৌফিকুল আরিফ, প্রমুখ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিবের বিএফআরআই এর কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্র পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী গত ১৮ নভেম্বর ২০২১ কক্সবাজারস্থ বিএফআরআই এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্র হতে পরিচালিত সাগরে খাঁচায় কোরাল এবং ঘুকুল মাছের চাষ, সীউইড ও ওয়েষ্টার চাষ এবং কেন্দ্রে সীউইডের টিস্যু কালচার, লাইভ ফিড কালচার ও অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ চাষাবাদের মাধ্যমে তা থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনসহ দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সামুদ্রিক মাছের পোনা উৎপাদনে ব্যবহৃত লাইভ ফিড এর বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং গবেষণা ফলাফল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের পরামর্শ প্রদান করেন।

তাছাড়া, এ সময় তিনি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রে বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন। পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ও কেন্দ্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২২ দিন ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা ও প্রজনন সফলতা

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে গত ০৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২১ (১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করেছে সরকার। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গবেষণা তথ্যমতে, চলতি প্রজনন মৌসুমে অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে ৫১.৭৬% মা ইলিশ সম্পূর্ণরূপে ডিম ছাড়তে সফল হয়েছে। এতে ৩৯.৩১ হাজার কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে নতুন করে যুক্ত হয়েছে। ইলিশ মাছ সাধারণত মিঠা পানিতে ডিম ছাড়ে। ডিম ছাড়ার সময় মা ইলিশ ধরা পড়লে ইলিশের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সুনীল অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০৪১ প্রেক্ষিত বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত...

১ম পৃষ্ঠার পর

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার ও মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব খ. মাহবুবুল হক। সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সফলতায় বাংলাদেশের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জলসীমা আমাদের সুনীল অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সম্ভার। ইতোমধ্যে অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণ এবং ইলিশ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি জোগানের পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন এবং সীউইড চাষাবাদের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- 'মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ'। জাতির পিতা মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারছি। বিএফআরআই এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস গবেষণার মাধ্যমে ৩১ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মাছকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে খাবার টেবিলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে তিনি সেমিনারে উল্লেখ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আব্দুল লতিফ। সেমিনারে মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআরআই এর মহাপরিচালক পদে পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) মহাপরিচালক পদে পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। গত ১২ অক্টোবর ২০২১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অবসরোত্তর ছুটি স্থগিতের শর্তে যোগদানের তারিখ হতে ০২ বছর মেয়াদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হলে গত ১৩ অক্টোবর ২০২১ তিনি ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসার মাছ উৎপাদন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। তিনি দেশে প্রথমবারের মতো দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অধিক ফলনশীল রুই মাছের উন্নত জাত 'সুবর্ণ রুই' উদ্ভাবন করা হয়। দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী হালদা নদীকে সরকার কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তাঁর সময়কালে মৎস্য গবেষণা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএফআরআই একুশে পদক ২০২০, কোআইবি কৃষি পদক ২০১৮, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পদক ২০১৯ ও বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার পদক অর্জন করে। দেশ-বিদেশে তাঁর মোট প্রকাশনার সংখ্যা ১৪০। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সৈয়দ ভাকুরী (শেখ বাড়ি) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

গবেষণা সাফল্য

চিত্রা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ও অন্যতম আকর্ষণীয় মাছ হলো চিত্রা (স্থানীয়ভাবে পায়রা, বিশতারা নামে পরিচিত)। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Scatophagus argus* ও ইংরেজি নাম Spotted scat। এক সময় চিত্রা মাছ উপকূলীয় এলাকার নদ-নদী ও খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয়, অতি আহরণ এবং অভয়াশ্রম ও সংরক্ষণের অভাবে চিত্রা মাছ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে (আইইউসিএন, ২০০০)। দেশীয় বাজারে প্রচুর চাহিদা এবং চাষের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পোনার অপ্রতুলতা ও চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের অভাবে চিত্রা মাছ চাষে প্রসার ঘটেনি। এ প্রেক্ষিতে চিত্রা মাছের জীববৈচিত্র রক্ষা ও চাষের লক্ষ্যে মাছটির কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন, নার্সারি ও চাষ কৌশল উদ্ভাবনে ইনস্টিটিউটের খুলনা জেলার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র সফলতা অর্জন করেছে। চিত্রা মাছের প্রজনন মৌসুম হচ্ছে এপ্রিল-জুলাই মাস। তবে মে মাসের শেষ ২ সপ্তাহ এবং জুন মাসের প্রথম ২ সপ্তাহ এ মাছের প্রজননের ভরা মৌসুম। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ৩০-৩৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ ভাসমান খাবার প্রতিদিন দেহ ওজনের ১০-১৫% হারে ২ বার সরবরাহ করলে ২য় বর্ষে কিছু মাছ এবং তৃতীয় বর্ষে বেশির ভাগ (৮০ শতাংশ) মাছ প্রজননক্ষম হয়। একই বয়সী পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছ অপেক্ষা আকারে ছোট হয়ে থাকে। এ সময় পুরুষ মাছের সর্বনিম্ন ওজন ৮০ গ্রাম ও স্ত্রী মাছের ওজন ১৮০ গ্রাম হয়ে থাকে। একটি প্রজননক্ষম চিত্রা মাছ প্রতি গ্রাম দেহ ওজনের জন্য ২৫০০টি ডিম ধারণ করে থাকে। প্রজননের জন্য পরিপক্ক মাছ সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে এনে ৩৬-৪৮ ঘণ্টা যাবৎ ব্রাইন যোগ করে পানির লবণাক্ততা ৩০ পিপিটি পর্যন্ত উন্নীত করতে হয়। হরমোন প্রয়োগের ৩৬-৪২ ঘণ্টা পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছ যথাক্রমে ডিম ও শুক্রাণু ছাড়ে এবং ডিম নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম স্থানান্তরের ২০-২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয়। প্রতিপালন ট্যাঙ্কে রেণুর প্রাথমিক মজুদ ঘনত্ব ২০০-৩০০ টি/লি. রেখে ৩৬ ঘণ্টা পর হতে বাহ্যিকভাবে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। রেণু পোনাকে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন পর্যন্ত মাইক্রো-অ্যালজি এবং সাথে একদিন বয়সের রটিফার যথাক্রমে ৫, ১০ ও ১৫ টি/মিলি.; ১০ম দিন থেকে ২০তম দিন পর্যন্ত ২০ টি/মিলি; ২০-৩০তম দিন পর্যন্ত রটিফারের সাথে ৫ টি/মিলি. হারে আর্টেমিয়া এবং ৩০-৩৫তম দিন পর্যন্ত ৫-১০ টি/মিলি. হারে শুধুমাত্র আর্টেমিয়া সরবরাহ করতে হবে।

পঁয়ত্রিশ দিন বয়সে রেণু পোনা দৈর্ঘ্যে ০.৭-০.৮ সেমি. হয়ে থাকে যেখানে বাঁচার হার ২০-৩০ % পর্যন্ত। এ অবস্থায় রেণু পোনা নার্সারিতে স্থানান্তর করা যায়। পোনা প্রতিপালন ট্যাঙ্কে সার্বক্ষণিক মৃদু এ্যারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। রেণু পোনা প্রতিপালন ট্যাংকের পানির গুণাগুণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। রেণু পোনা প্রতিপালন ট্যাঙ্কে প্রথম ১-২ দিন পানি পরিবর্তন না করে ১০-১৫% নতুনভাবে পানি যুক্ত করা উত্তম। পরবর্তীতে, ৩০-৪০% হারে পানি পরিবর্তন করতে হবে। চিত্রা মাছের রেণু প্রতিপালনে পানির উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৭-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লবনাক্ততা ২৮-৩০ পিপিটি, দ্রবীভূত অক্সিজেন ৪-৮ পি.পি.এম., পিএইচ ৭.৫-৮.৫, নাইট্রাইট <০.০১ পি.পি.এম. এবং এ্যামোনিয়া ০.০০-০.১ পি.পি.এম. থাকা বাঞ্চনীয়।

চিত্র ১ : প্রজননক্ষম চিত্রা মাছ

চিত্র ২ : ব্রুড মাছে হরমোন প্রয়োগ

চিত্র ৩ : চাষ উপযোগী চিত্রা পোনা

বিলুপ্তপ্রায় পুঁইয়া, লইট্যা ট্যাংরা ও কুর্শা মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বিলুপ্তপ্রায় পুঁইয়া, লইট্যা ট্যাংরা ও কুর্শা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছেন। উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোন্দকার রশীদুল হাসানের নেতৃত্বে গবেষক দলে ছিলেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ইশতিয়াক হায়দার, শওকত আহমেদ ও মালিহা হোসেন মৌ। উল্লেখ্য, রংপুরের তিস্তা ও চিকলী নদী এবং নীলফামারীর বরাতি ও বুড়িখোরা নদী থেকে এসব প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আমাদের দেশে পুঁইয়া (*Acanthocobitis botia*) এলাকাভেদে নাটোয়া, খলই মুচরি, বিলভারি ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়ি ছোট নদীতে এবং দিনাজপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ছোট নদীতে এ মাছটি কদাচিৎ পাওয়া যায়। পুঁইয়া মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট; তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস।

পুঁইয়া মাছ | লইট্যা ট্যাংরা মাছ | কুর্শা মাছ

পুইয়া (*Acanthocobitis botia*), লইট্যা ট্যাংরা (*Mystus bleekeri*) ও কুর্শা (*Labeo dero*)

অপরদিকে, লইট্যা ট্যাংরা (*Mystus bleekeri*) স্বাদুপানির অত্যন্ত সুস্বাদু একটি মাছ। অঞ্চলভেদে এ মাছটি নদীর ট্যাংরা, গুইল্যা ট্যাংরা বা লইট্যা ট্যাংরা নামে পরিচিত। দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলোতে স্বাদুপানির নদী ও সংযুক্ত জলাশয়ে বিশেষ করে বর্ষা ও শীত মৌসুমে এ মাছ পাওয়া যায়। উত্তরের জনপদ নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন নদী যেমন- তিস্তা, বুড়িখোরা, বারাতি, চিকলী ও ভুসি নদীতে এ মাছ পাওয়া যায়। ২০২০ সালে ইনস্টিটিউটে দেশে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে লইট্যা ট্যাংরা মাছের পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হওয়ার পর চলতি প্রজনন মৌসুমে প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ক (২০-৩০ গ্রাম) ওজনের লইট্যা ট্যাংরার ডিম ধারণ ক্ষমতা ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রজনন মৌসুমে গবেষণা পুকুর থেকে সুস্থ-সবল পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী মাছ বাছাই করে হ্যাচারিতে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগের ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা পর স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে। এ মাছের ডিম আঠালো এবং প্রায় ২০ ঘণ্টা পর ডিম থেকে রেণু বের হয়ে আসে।

অনুরূপভাবে, কুর্শা (*Labeo dero*) মিঠাপানির একটি মাছ, যা অঞ্চলভেদে কুর্শা, ঘুর্শা বা কাতাল ঘুশি নামে পরিচিত। মিঠাপানির জলাশয় বিশেষ করে পাহাড়ি ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ নদী এদের আবাসস্থল। মাছটি সুস্বাদু ও মানবদেহের জন্য উপকারী অনুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ক (২০০-২৫০ গ্রাম) কুর্শা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট। সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস।

বিএফআরআই এ জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালিত

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ দিন ভোরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। দিবসে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকের নিপীড়ন থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে এবং বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার নির্দেশিত পথে ও তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সোনার বাংলা বিনির্মাণে সবাইকে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের উপর অন্যান্যদের মাঝে আলোকপাত করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা) ড. মো. খলিলুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. এ এইচ এম কোহিনুর, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জুলফিকার আলী, ড. মোহসেনা বেগম তনু, উপপরিচালক সেখ রাসেল ও জনাব মো. আসাদুর রহমান, প্রমুখ। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্রে দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ গত ২০ নভেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্রে দেশীয় মাছের দ্বিতীয় লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, প্রকৃতিতে কোন মাছ হারিয়ে গেলে জীন ব্যাংকে সংরক্ষিত মাছ থেকে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে জীনপুল সংরক্ষণ করা হবে। উল্লেখ্য, এ জীন ব্যাংকে উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় মাছ সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাংকটি ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে ইতোমধ্যে স্থাপিত লাইভ জীন ব্যাংকের রেপ্লিকা হিসেবে কাজ করবে। উদ্বোধন শেষে মহাপরিচালক মহোদয় উপকেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও গবেষণার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন নদী কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আনিসুর রহমান, ড. মো. জুলফিকার আলী, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা), ড. মোহসেনা বেগম তনু, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা), ড. অনুরাধা ভদ্র, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জনাব মো. শহীদুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রমুখ।

বিএফআরআই উদ্ভাবিত ট্যাংরা ও সরপুঁটির প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

পরদিন ২১ নভেম্বর ২০২১ স্বাদুপানি উপকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ডোমার উপজেলার নওদাবাস গ্রামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উক্ত গ্রামে প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ বিষয়ক উপকেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ট্যাংরা ও সরপুঁটির প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, 'দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও চাষীদের একসাথে কাজ করতে হবে। পারস্পারিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেশকে মাছ উৎপাদনে আরো সমৃদ্ধ হবে।' সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জুলফিকার আলী, স্বাদুপানি উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান, ডোমার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব আঙ্গুরী বেগম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ইশতিয়াক হায়দার, প্রমুখ।

ফিশারিজ নিউজলেটার দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও সমীক্ষা প্রচার করে থাকে। তথ্য প্রেরণের জন্য রচয়িতাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদক যে কোন প্রবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য নির্বাচন এবং সংক্ষিপ্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিউজলেটারটি বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক : ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
সম্পাদকীয় পর্ষদ : ড. মো. খলিলুর রহমান
ড. মো. আনিছুর রহমান
ড. মো. জুলফিকার আলী
ড. মো. শাহাআলী
ড. মোহসেনা বেগম তনু
প্রকাশনা : এস. এম. শরীফুল ইসলাম
প্রচার : জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

প্রকাশনায় : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১

মুদ্রণে : চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ময়মনসিংহ